মো. আবুসালেহ সেকেন্দার ▶

জিপিএ নয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চাই

জিপিএ ৫ পাওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রধান লক্ষ্য বুয়েট, মেডিক্যাল অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমিত আসন সংখ্যার বিপরীতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ হওয়ায় কেবল জিপিএর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে গিয়ে যে নিময়ই তৈরি করা হোক না কেন, এর ফলে আর যাই হোক মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপন নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে বিতর্ক জমে উঠেছে। ওই প্রজ্ঞাপনে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে জিপিএর ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যদিও ওই প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদসহ সুধী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ায় নির্দেশনাটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই হঠাৎ প্রজ্ঞাপন জারি এবং কোনো ধরনের যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তা স্থগিত ঘোষণা করায় এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে এ শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে বলে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, তাদের ওপরই এর সরাসরি প্রভাব পড়বে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ও তাদের উৎকণ্ঠা দূর করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত এইচএসসি পরীক্ষার আগেই ভর্তি প্রক্রিয়ার বিষয়টি সুরাহা করা।

প্রজ্ঞাপন স্থগিতের বিষয়ে প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরূপ প্রতিক্রিয়াই প্রধানত কাজ করছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে যে কারণেই প্রজ্ঞাপন স্থগিত করা হোক না কেন, এই স্থগিতের সিদ্ধান্ত নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষাঙ্গনকে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করেছে সে বিষয়টি সত্য। কারণ প্রথম প্রজ্ঞাপনের অবাস্তব সিদ্ধান্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সুধী মহল ভালোভাবে গ্রহণ না করায় এর থেকে অচিরেই ক্ষোভের সৃষ্টি হতো, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। আর এই ক্ষোভকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে সুযোগসন্ধানী মহল শিক্ষাঙ্গনকে অস্থিতিশীল করলে সরকারকে আরেকটি সংকট মোকাবিলা করতে হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন স্থগিত করায় কিছুটা হলেও সেই সম্ভাবনা রহিত হয়েছে।

তবে প্রজ্ঞাপন জারি অথবা প্রজ্ঞাপন স্থগিতের ঘোষণা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক বিরূপ সমালোচনা থাকলেও 'বিদ্যমান ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীবান্ধব নয়' এমনটি উপলব্ধি করা ইতিবাচক বলেই মনে হয়। বর্তমান প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়। ভর্তি পরীক্ষার সময় নানা ধরনের ভোগান্তিরও শেষ থাকে না। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে সারা বছর ভালো প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত ভালো পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় বলে কয়েক দিন অথবা কয়েক সপ্তাহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অথবা সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করতে হয়, যা ব্যয়সাপেক্ষ বিষয়। অনেক সময় নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের পক্ষে ওই ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না বলে ইচ্ছা, যোগ্যতা ও উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও তারা সব কয়টি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এ ছাড়া সরকারি ছাত্রসংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়াসহ নানা ধরনের অপকর্মের ঘটনা ঘটে। যা সামগ্রিক ভর্তি কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজ যোগত্য বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দেরিতে হলেও ভর্তি পরীক্ষার্থীদের এ সমস্যাগুলো উপলব্ধি করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ প্রাপ্য।

তবে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে জিপিএর ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির যে নির্দেশনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হয়েছিল, তা কোনোভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষায় হাজারটি সমস্যা থাকলেও এ কথা সত্য, জিপিএর ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার বিষয়টি শুধু অবাস্তবই নয়; অকল্পনীয়ও বটে।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৭টি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম বর্ষে ৩৮ হাজার আসন থাকায় সব জিপিএ ৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ নেই। ফলে জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এক হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে। একই জিপিএ অর্জন করে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে; অন্যজন আসন না থাকায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

জিপিএ ৫ পাওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রধান লক্ষ্য বুয়েট, মেডিক্যাল অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমিত আসন সংখ্যার বিপরীতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ হওয়ায় কেবল জিপিএর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে গিয়ে যে নিময়ই তৈরি করা হোক না কেন, এর ফলে আর যাই হোক মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। আর জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী–তার নিশ্চয়তা কোথায়? বরং তাদের জিপিএ ৫ প্রাপ্তি নিয়েই তো হাজারটা প্রশ্ন রয়েছে! সাম্প্রতিক কয়েক বছরের এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ওই ফলাফল আর যা-ই হোক মেধার সঠিক মূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ নয়। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তো আছেই। তার ওপর 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে শিক্ষার্থীরা খাতায় যা-ই লিখুক বেশি নম্বর প্রদানের অলিখিত নির্দেশনার বিষয়টি তো রয়েছেই! এ ছাড়া পরীক্ষার হলেও আগের মতো কড়া নজরদারি না থাকা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষায় পরিদর্শকের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্নপত্র সমাধান করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা শহরে বেশি হয় বলে পরীক্ষার ফলাফলে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা করলে গ্রামের বদলে কেবল শহরের শিক্ষার্থীরা ভালো জিপিএ থাকার কারণে বেশি হারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে ভালো ফলাফল করানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকায় এক বোর্ডের প্রশ্নের ধরন, খাতা মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ফলে একই মেধার দুজন ভিন্ন দুই বোর্ডের শিক্ষার্থী হওয়ার কারণে তারা সমান জিপিএ অর্জন নাও করতে পারে। জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি চালু হলে কেবল অন্য বোর্ডের শিক্ষার্থী হওয়ার কারণে ওই মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ২০১০, ২০১১, ২০১২ সালে ক, খ ও গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে ৫২, ৫৩ ও ৫৫ শতাংশ ফেল করেছে। বিপরীত দিকে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় অথবা কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৫ অর্জন করেনি, এমন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় শুধু উত্তীর্ণ হওয়া নয়, মেধা তালিকায় স্থান করে নেওয়ার সংখ্যাও কম নয়। হাজার হাজার জিপিএ ৫-এর ভিড়ে উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫ নেই এমন শিক্ষার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

এ অবস্থায় জিপিএর ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সিদ্ধান্তটি স্থগিত করে শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠায় না রেখে তা বাতিল করার জোর দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি ভর্তীচ্ছুদের অর্থ সাশ্রয় ও ভোগান্তি কমাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে গুচ্ছভিত্তিক অথবা সমন্বিত বা অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করে ভর্তীচ্ছুদের দুর্ভোগ লাঘবের অনুরোধ করছি।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
salah.sakender@gmail.com